নৈতিক বাধ্যতার তত্ত্বরূপে উপযোগবাদ: সমকালীন ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দীপায়ন পট্টনায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

সারসংক্ষেপ

মানুষ দুটি বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে— একটি তার জীববৃত্তি অন্যটি বুদ্ধিবৃত্তি। জীব তথা প্রাণী হিসাবে সে অন্যান্য জীবের মতোই জৈবিক সুখ কামনা করে। এ ব্যাপারে যে কোনও পশুর সঙ্গে সে একই সারিতে দাঁড়িয়ে। স্থূল ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা যেমন পশুকে তাড়িত করে এবং কর্মে প্রবৃত্ত করে; তেমনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা প্রভৃতি তাড়নাগুলি মানুষকে তাড়িত করে এবং নিজ নিজ কর্মে প্রণোদিত করে। কাজেই তার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম স্বার্থ প্রণোদিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ একান্তভাবে সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। তাই সমাজের সকলকে বঞ্চিত করে আপন ইচ্ছা পূরণের স্বার্থপর খেলায় সে মেতে উঠতে পারে না। এর অর্থ এই নয় যে অন্য পশুকুল সামাজিক নয়, বা তাদের সব কর্মই স্বার্থ প্রণোদিত। পশুকুলও যে সামাজিক, মৌমাছির মতো কীট পতঙ্গ থেকে হাতির মতো বৃহৎ প্রাণীর সমাজব্যবস্থার মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সন্তান বা সঙ্গী রক্ষায় আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত পশুকুলেও রয়েছে। কিন্তু তাদের সেই স্বার্থত্যাগ বা পরার্থকর্ম প্রায় পুরোটাই নির্ধারিত হয় সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। সেখানে বিচারবুদ্ধির হস্তক্ষেপ নেই বললেই চলে। অন্যদিকে সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা মানুষ যে তাড়িত হয় না এমন নয়। তার বহু কর্মই সহজাত প্রবৃত্তির অধীন। কিন্তু মানুষের মধ্যে রয়েছে বিচারশীলতা, মননশীলতা ও নৈতিকতাবোধ। তাই পশুরা যতখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের কর্তব্য ঠিক করে ফেলে মানুষের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। একদিকে সহজ প্রবৃত্তির স্বাভাবিক দাবি, অন্যদিকে বিচারবোধ ও নৈতিকতার দায়— এই দুয়ের দ্বন্দ্বে সে উভয়সংকটে পড়ে।

এই সংকট আরও ঘনীভূত হয় ইচ্ছাপূরণের সীমাবদ্ধ সুযোগের কারণে। ইচ্ছাপূরণের স্বাধীনতা মানুষের নেই বললেই চলে। যেখানে খুশি, যেমন খুশি, যেভাবে খুশি ঈপ্সিত কর্ম সে করতে পারে না; যে কর্ম তার ঈপ্সিত নয় তা থেকে হাত গুটিয়েও থাকতে পারে না। স্বাধীনতার নামে সে আসলে প্রকৃতিরই কৃতদাসত্ব করে। প্রকৃতির নিয়মে তার জীবনের অধিকাংশটাই নিয়ন্ত্রিত। জর্জ বার্নড শ যেমন বলেছেন, সারাদিনে যে চব্বিশ ঘণ্টা মানুষের জন্য নির্ধারিত তার অর্ধেক অর্থাৎ বারো ঘণ্টাই কেটে যায় প্রকৃতির দাসত্বে। খাদ্য, পানীয় গ্রহণ, নিদ্রা ইত্যাদি কর্মে অন্য পশুদের মতো তাকেও দিনের অর্ধেকটা তাকে ব্যয় করতে হয়। অবশিষ্ট বারো ঘণ্টার মধ্যে তার আট ঘণ্টা কাটে নিজের ও স্বজনের জীবন নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনে কিংবা চাষবাস, উৎপাদন ইত্যাদি কর্মে। এভাবে প্রকৃতির শৃঙ্খলে তার জীবনের প্রায় পুরোটাই শৃঙ্খলিত। অবশিষ্ট চার ঘণ্টাতেও সে যে খুব স্বাধীন তা নয়, কারণ ইচ্ছাপূরণের উপায় বা উপকরণ তার কাছে পর্যাপ্ত নয়। এই সীমাবদ্ধ পরিসরে তার ইচ্ছাপূরণ যখন পদে পদে শুধু ব্যাহতই হয়; তখন অন্যের জন্য, সমাজের জন্য কিছু করার যে উপদেশ পিতামাতা বা শিক্ষকেরা তাকে দেন, তাতে তার বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। অথচ সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল, পদে পদে শত শত নিষেধের ডোরে তার ইচ্ছাগুলোকে বাঁধা পড়তে দেখেও সে ওইসব উপদেশকে অবজ্ঞা করতে পারে না। বরং চেষ্টা করে সাধ্যমত সেই দাবিগুলো পূরণের। প্রশ্ন হল পরের জন্য কিছু করার এই তাগিদ, এই বাধ্যতাবোধ মানুষের মধ্যে আসে কোথা থেকে? এই বোধ যদি নিছক জৈবিক হত তা হলে মনুষ্যতরের মধ্যেও তা সমভাবে দৃষ্ট হত। কাজেই এই নৈতিক

বাধ্যতাবোধকে পুরোপুরি প্রাকৃতিক বলা যায় না। তাই প্রশ্ন থেকে যায় এই নৈতিক বাধ্যতার উৎস কোথায়? প্রশ্নটির উত্তর জানা খুবই জরুরি।

শৈশব থেকেই অন্যের জন্য কিছু করার একটা তাগিদ মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। অন্যের দুঃখ-কষ্ট তাকে যেমন কাতর করে তেমনি অন্যের প্রয়োজনে কষ্ট সইতে বহুক্ষেত্রেই সে প্রস্তুত। বাড়ির অভিভাবকদের লুকিয়ে নিজের টিফিনের অনেকখানি বন্ধুদের খাইয়ে আনন্দ পায় স্কুল পড়ুয়া শিশু। এই যে পরার্থবোধ ও পরার্থপ্রবৃত্তি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়, এর প্রণোদন ঠিক কোথায়? পাশ্চাত্ত্য নীতিদর্শনের প্রেক্ষিতে এই ধরনের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হলেও, সাধারণভাবে এগুলি প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য নির্বিশেষে সকল দার্শনিকের জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করা এই গবেষণা কর্মে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

অন্যের জন্য মানুষ কেনো কিছু করে বা করবে তার নৈতিক বাধ্যবাধকতার উৎস কী? এই প্রশ্নগুলি ভারতীয় দর্শনেও আলোচনা করা হয়েছে। তবে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে যেভাবে "নীতিশাস্ত্র বা Ethics" দর্শনের একটি শাখা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভারতীয় পরম্পরায় নৈতিক প্রশ্নগুলির আলোচনা সেরকম স্বতন্ত্র কোনো শাখার অধীনে হয়নি। ভারতবর্ষে দর্শন হল একধরনের জীবনজিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসার অধীনে তত্ত্বজিজ্ঞাসা, প্রমাণজিজ্ঞাসা ইত্যাদি যেমন আসে, তেমনি ধর্মজিজ্ঞাসাও আসে। ওই ধর্মজিজ্ঞাসা পৃথকভাবে গুরুত্ব পায় ধর্মশাস্ত্রে। এখানে ধর্ম ও নীতি প্রায় সমার্থক শব্দ। তাই ধর্মজিজ্ঞাসার পরিসরে, নৈতিক প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে ভারতীয় দর্শনে। ধর্ম কী, কীসে ধর্ম রক্ষা হয়, সন্ন্যাসী ও গৃহীর ধর্ম থেকে রাজধর্ম— কার ধর্ম কী হবে, তার

পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা যেমন শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিশদভাবে করা হয়েছে, তেমনই মানুষ কেনো ধর্মের জীবনযাপন করবে, লোকহিত বা লোকসংগ্রহের আদর্শকে কেনো মান্যতা দেবে— সেইসব প্রশ্নেরও উত্তর সন্ধান করা হয়েছে। এই উত্তরগুলি সর্বত্র এক নয়। সম্প্রদায় ভেদে উত্তরের ভেদ লক্ষ্য করা যায়। নৈতিকতার প্রণোদন কী হবে তা নির্দেশ করতে গিয়ে, আস্তিকরা যে পথে হেঁটেছেন, নাস্তিকরা সে পথে হাঁটেননি। এমনকি আস্তিক প্রস্থান ও নাস্তিক প্রস্থানের অন্দরে-কন্দরে এইসব প্রশ্নের উত্তরেও মতপার্থক্য বিস্তর।

প্রস্থান ভেদে উত্তরভেদ বা ব্যাখ্যাভেদ যেমন প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলিতে দৃষ্ট হয়, তেমনই সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যেও এ ব্যাপারে মতানৈক্যই লক্ষ্য করা যায়। তবে প্রাচীন থেকে আধুনিক, প্রায় সব ভারতীয় দার্শনিক ও সম্প্রদায় লোকহিতের বা হিতবাদের আদর্শকে মান্যতা দিয়েছেন। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং..."— একথা যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, সর্বভূতের হিতে রত থাকার আহ্বান রাখা হয়েছে শ্রীমদ্ভগবতগীতায়, তেমনি "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়"— এই আদর্শ গৃহীত হয়েছে নাস্তিক বৌদ্ধদর্শনে।

নৈতিক বাধ্যবাধকতার উৎস প্রসঙ্গে নানাবিধ উত্তর যেমন ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি দিয়েছে, তেমনই এর নানা ব্যাখ্যা পাশ্চাত্ত্য নীতিদর্শনেও লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হল পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদী নীতিদার্শনিকদের ব্যাখ্যা। কৃচ্ছ্রসাধনের কঠোরতা এবং আত্মসুখের স্বার্থপরতা, দুটিতেই মানুষ যখন অনাস্থা জ্ঞাপন শুরু করেছে ঠিক সেই পটভূমিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে থেকে ইউরোপে ইউটিলিটি তত্ত্ব বা

উপযোগবাদের যাত্রা শুরু। উপযোগবাদের যেমন নানারূপ আছে, তেমনি উপযোগের ব্যাখ্যাও সর্বত্র এক নয়। তথাপি পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদীদের প্রায় সবাই সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের আদর্শটিকে অনুমোদন করেন। যা যত বেশি উপযোগী, তা যে তত বেশি গ্রহণযোগ্য— এমন একটা ধারণা সাধারণ্যেও প্রচলিত। লৌকিক ধারণা যখন দার্শনিকতত্ত্বের ছত্রছায়া লাভ করে, তখন সেই তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়। পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটেছে। সুখ যে তার ঈপ্সিত সেই সত্যটিকে, মানুষ যেমন লুকোতে পারে না, তেমনি স্থূল আত্মসুখের মধ্যে স্বার্থপর জীবনযাপনও সামাজিক জীব হিসাবে তার অনুমোদন পায় না। অন্যের প্রতি কর্তব্যের দায়ও সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে সমস্তরকম বাহ্য প্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে কর্তব্যের জীবনযাপনের কান্টীয় আদর্শকে মেনে নিতেও সে গররাজি। এই উভয়সংকট থেকে মুক্তি দেওয়ার একটা চেষ্টা সে খুঁজে পায় ইউটিলিটিতত্ত্বে।

এখানে বলা দরকার যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি, উৎপাদনের উপকরণগুলির মধ্যে সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ঢেউ প্রথম ইউরোপে লক্ষ্য করা যায়, যা সাহিত্য, দর্শন ও রাজনীতি সবক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে। শিল্পায়নের হাত ধরে নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে ইউটিলিটি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। একদিকে আত্মবাদ ও সুখবাদের সংকীর্ণতা, অন্যদিকে যুক্তিসর্বস্ব কান্টীয় বিচারবাদের কঠোরতা— এই দুইয়ের প্রতি মানুষ যখন আস্থা হারাতে বসেছে, তখন ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সামাজিকস্বার্থকে যুক্ত করে যে উপযোগবাদের আবির্ভাব ঘটে, তা স্বাভাবিকভাবেই সুশীল সমাজের কাছে আদরণীয় হয়। সমাজরক্ষা ও

নৈতিকতা রক্ষার যে প্রণোদন বিচারশীল মানুষের মধ্যে থাকে, তাকে ধর্মের ছত্রছায়া থেকে বের করে এনে যুক্তির উপর দাঁড় করানোর তাগিদও সে অনুভব করে। এ কারণে যুক্তিবাদী ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ব্যক্তিমানসে উপযোগবাদ বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

তত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদের জনপ্রিয়তা ইউরোপের সীমা ছাড়িয়ে ছাপ ফেলেছিল সুদূর ভারতবর্ষে। ইংরেজ উপনিবেশ পরাধীন ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দের নানা আদবকায়দা অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে সায় দিতে শুরু করেছিল উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বে। প্রশাসক হিসাবে ভারতবর্ষে জন স্টুয়ার্ট মিলের উপস্থিতি ভারতবর্ষে উপযোগবাদী চিন্তা বিস্তারের পথে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বেশকিছু ভারতীয় মনীষী এই নীতিদর্শনকে সাদরে গ্রহণ করেন। ইউটিলিটিতত্ত্ব সাধারণভাবে ভারতীয়দের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার আর একটি কারণও ছিল। হিতবাদের একটি পরম্পরা ভারতভূমিতে প্রচ্ছন্নই ছিল। সেই উর্বরা ভূমিতে পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীতত্ত্ব হিসাবে উপযোগবাদ সহজেই উন্মেষিত হয়। চিরায়ত ভারতীয় হিতবাদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদের মিল ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়দের এই তত্ত্বটিকে গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু ক্রমশই তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ ভারতীয় হিতবাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই উপলব্ধি থেকেই পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ সম্বন্ধে বিরূপতা দেখা দেয় তাদের মধ্যে। বঙ্গমানসে এই প্রতিক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেলেও, মহাত্মা গান্ধী থেকে রাধাকৃষ্ণণ, অনেক সমকালীন ভারতীয় চিন্তকই এই উপযোগবাদী ভাবধারা সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মূলত

উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের আপত্তিগুলি সন্ধান করে দেখাই এই গবেষণার লক্ষ্য। কে কোন কারণে নৈতিক মতবাদ হিসাবে উপযোগবাদকে অপর্যাপ্ত বলে মনে করেন তা যেমন খতিয়ে দেখা দরকার, তেমনি নৈতিক বাধ্যতার উৎস নির্দেশ করতে এই তত্ত্ব ব্যর্থ বলে যে দাবি সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকরা করেন তার যৌক্তিকতাও বিচার করে দেখা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে নৈতিক বাধ্যতাবোধের যেসব ব্যাখ্যা চিরায়ত ভারতীয় দর্শন প্রস্তাব করে এবং সেই ব্যাখ্যা উপযোগবাদী ব্যাখ্যার তুলনায় সেগুলি উৎকৃষ্ট কিনা যুক্তির কষ্টিপাথরে সেগুলিরও নির্ণয় হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

ভূমিকাঃ

বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভের অভিমুখ হল উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন ভারতীয় চিন্তকদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন। এই প্রসঙ্গে "সমকালীন-ভারতীয়-দর্শন"-এই শব্দবন্ধটির অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। সমকালীন, আধুনিক, এই শব্দগুলির ব্যবহারে অনেকখানি অনির্দিষ্টতা রয়েছে। 'গতকাল', 'আগামীকাল' এই সকল অভিধাগুলির ব্যঞ্জনা যেমন দিনভেদে বদলে যায়, 'সমকালীন', 'সমসাময়িক', 'আধুনিক' প্রভৃতি বর্ণনাগুলির তাৎপর্যও তেমনই বদলে বদলে যায়। ইংরেজি সাহিত্যে 'প্রাচীনযুগ', 'মধ্যযুগ', 'আধুনিকযুগ', 'উত্তর আধুনিকযুগ'— এভাবে চিন্তার বহমানতাকে ধরার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষিতে কালের এই সীমা নির্দিষ্ট করা বড়োই সমস্যার। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সমকালীন দর্শন বলতে বিংশ শতকের দর্শনকে বোঝায়, যা মূলত বিশ্লেষণী (Analytic) এবং মহাদেশীয় (Continental) এই দুটি ধারায় বিভক্ত। কিন্তু ভারতীয় পরম্পরায় সমকাল ততখানি

সুনির্দিষ্ট নয়। এর একপ্রান্ত যদি একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক হয়, তা হলে শুরুর প্রান্তটি যে কোথায় তা চিহ্নিত করা মুশকিল। বিশেষত পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিশ্লেষণী ও মহাদেশীয় ধারার দাপটে বিংশ শতক পূর্ববর্তী পরম্পরা যেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে, ভারতবর্ষে কিন্তু তা হয়নি। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সময়কাল থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে চিন্তার যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে, এই একবিংশ শতকে উপনীত হয়েও তা প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। এই বিচার থেকে এখানে "সমকালীন ভারতীয় দর্শন" বলতে আমরা ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় দর্শনকেই বুঝব। সময়ের এই পরিসরে যেসব দার্শনিক বা চিন্তকের আবির্ভাব ঘটেছে, তাদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন। তবে উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন সব ভারতীয় চিন্তকের প্রতিক্রিয়া বিচার করে দেখা এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। এই বিবেচনা থেকেই উপযোগবাদ সম্বন্ধে সমকালীন কিছু ভারতীয় দার্শনিকের মূল্যায়নকে নির্বাচিত করা হয়েছে। যার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন রয়েছে তেমনি মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : নীতিবিদ্যা ও নৈতিক বাধ্যতার প্রশ্ন

এখানে নীতিশাস্ত্রের পটভূমি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিজ্ঞান যেমন নিজ নিজ প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই বিকশিত হয়েছে তেমনই সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা ও সুস্থিতি রক্ষার স্বার্থে পাশ্চাত্ত্যে গড়ে উঠেছে নীতিশাস্ত্র বা (Ethics)। ভারতীয় পরম্পরায় একই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে ধর্মশাস্ত্র। কী নীতিশাস্ত্র, কী ধর্মশাস্ত্র উভয়েরই লক্ষ্য পরকল্যাণে

আত্মত্যাগ। কিন্তু কেন মানুষ সমাজের অন্য মানুষের জন্য ভাববে বা কিছু করবে সেই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান প্রয়োজন। এ ব্যাপারে যেমন সমাজতাত্ত্বিক, ধর্মতাত্ত্বিক নানা ব্যাখ্যা রয়েছে তেমনই কিছু প্রচলিত জনপ্রিয় ব্যাখ্যাও রয়েছে। ওই প্রচলিত ব্যাখ্যা গুলিকে তুলে ধরার পর পাশ্চাত্ত্য নীতিদর্শন থেকে পাওয়া কিছু ব্যাখ্যাও রয়েছে। এর মধ্যে যেমন প্লেটো, অ্যারিস্টটলের সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্ব স্থান পেয়েছে, তেমনি সুখবাদ, কান্টীয় কর্তব্যবাদ ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য মতবাদগুলিও আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : নৈতিক বাধ্যতার ব্যাখ্যায় মিল-বেন্থামীয় উপযোগবাদ

এই গবেষণা যেহেতু পাশ্চাত্ত্য ইউটিলিটি তত্ত্বকে কেন্দ্র করে, তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নৈতিক বাধ্যতার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ইউটিলিটি তত্ত্বের সমর্থকরা যা যা বলে থাকেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এখানে যেমন ইউটিলিটি তত্ত্ব গড়ে ওঠার সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিটি তুলে ধরা হয়েছে তেমনই এই তত্ত্বের সুখবাদী অ-সুখবাদী ভেদে যে নানা রূপ হতে পারে তার একটি রূপরেখাও দেওয়া হয়েছে। যদিও ইউটিলিটিতত্ত্বের অনেক রূপ বা প্রকার রয়েছে, তবে ভারতীয় মানসে যেহেতু উপযোগবাদের মিল ও বেন্থাম সম্মত আকারটি অধিক প্রভাব ফেলেছিল, এবং পরবর্তীকালে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, তাই এই অধ্যায়ে মূলত জেরেমি বেন্থাম ও জন স্টুয়র্ট মিলের নৈতিক আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত কেনো স্বার্থপর মানুষ পরার্থে প্রবৃত্ত হবে সে সম্বন্ধে বেন্থাম ও মিলের ব্যাখ্যার মধ্যে যেসব সূক্ষ্ম প্রভেদ রয়েছে সেই প্রভেদের দিকগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায় : ঊনবিংশ শতকের বঙ্গ মানসে উপযোগবাদের প্রভাব

সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরেজদের উপনিবেশ হলেও সেই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল কলকাতা। কাজেই কলকাতা তথা বঙ্গ সংস্কৃতিতে ইংরেজি শিক্ষা ও ভাবধারার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালিদের অনেকের মধ্যেই ইউটিলিটিতত্ত্ব বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল। যাদের হাত ধরে বঙ্গীয় রেনেসাঁর সূত্রপাত বলে মনে করা হয় সেই রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিন্তায় ও কর্মে ইউটিলিটি তত্ত্বের প্রভাব প্রবল। শাস্ত্রকে সংস্কৃতজ্ঞ মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অনুবাদ শুরু করেন বিদ্যাসাগর। সাধারণ্যে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে রচনা করেন বর্ণপরিচয়। জনবিরোধী প্রথাগুলি থেকে সমাজকে মুক্ত করার যেসব চেষ্টা এই দুই মনীষী করেছিলেন সেই সতিদাহ প্রথার বিলোপ, বিধবা বিবাহের প্রচলন, নারী শিক্ষার প্রসার এসব সর্বজনবিদিত। এই সমাজ সংস্কারের প্রেরণা অনেকখানিই এসেছিল উপযোগবাদী ভাবধারা থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলকাতায় হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-এর নেতৃত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' নামক একটি দল গড়ে উঠেছিল। এই দলের সদস্যরা প্রগতিবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। ডিরোজিও এবং তাঁর দলের প্রতিটি তরুণ সদস্যদের মধ্যে উপযোগবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উপযোগবাদের প্রভাব যে বাঙালি মনীষীর রচনায় সর্বাধিক প্রতিফলিত, তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চিন্তা ভাবনায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচনায় ফরাসি দার্শনিক কোঁতের দৃষ্টিবাদ, রুশোর সাম্যবাদ, বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ, ডারউইন ও স্পেনসারের বিবর্তনবাদের প্রভাব স্পষ্ট। এছাড়াও

অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বাঙালি মনীষীগণ এই মতবাদের দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এঁদের রচনা বিশ্লেষণ করে বঙ্গমানসে উপযোগবাদের প্রভাব কতখানি পড়েছিল, তা তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায় : সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিতে উপযোগবাদের ব্যর্থতা

বঙ্গ তথা ভারতীয় মানসে উপযোগবাদের প্রভাব যেমন পড়েছিল, তেমনি সেই উপযোগবাদ সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষীদের মোহভঙ্গও হয়েছিল। যতখানি সাড়া জাগিয়ে প্রতিশ্রুতিমান নীতিতত্ত্ব হিসাবে এর আবির্ভাব ঘটেছিল, পরবর্তী দার্শনিকদের চিন্তায় তা ততখানি দুর্ভেদ্য বলে মনে হয়নি। মিল-বেন্থামীয় এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে নানা আপত্তির অবতারণা করেছেন পরবর্তী নীতিচিন্তকগণ। ভারতীয় মনীষীদের অধিকাংশই এই পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছেন। এই অধ্যায়ে তেমনই কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীঅরবিন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী।

যে বঙ্কিমচন্দ্র একসময় পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে এর আপত্তিকর দিকগুলি সম্বন্ধে সোচ্চার হন। যেহেতু এখানে ইন্দ্রিয় সুখের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাই এই উপযোগবাদী দর্শনকে 'উদর দর্শন' বলে পরিহাস করেন তিনি। উপযোগবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদান করে তিনি বলেন— যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম্ম। যে যুক্তিতে একজনের অপেক্ষা দশ জনের হিতসাধন ধর্ম, সেই একই যুক্তিতে দশজন অপেক্ষা শতজনের,

শতজন অপেক্ষা সহস্রজনের, সহস্রজনের অপেক্ষা লক্ষজনের, লক্ষজন অপেক্ষা কোটিজনের কল্যাণ ধর্ম। এই যুক্তি প্রয়োগ করলে সর্বাধিক জন অপেক্ষা সর্বজনের হিতসাধনকে ধর্ম বলে গণ্য করতে হয়। বঙ্কিমের মতে হিতবাদের আর-একটি দুর্বলতা হল, কেনো দশের জন্য একজন ত্যাগ স্বীকার করবে? কেনো কোটি লোকের হিতের জন্য এক লক্ষ লোকের অনিষ্ট করা হবে? হিতবাদীরা এর কোনো সদুত্তর দিতে পারে না।

সরাসরিভাবে হিতবাদের উপর আলোচনা বা সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ্য করা যায় না। তবে তাঁর নানা রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা মন্তব্য হিতবাদের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবকেই তুলে ধরে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে নিরীশ্বরবাদী জ্যাঠামশাই চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি হয়তো পাশ্চাত্ত্য হিতবাদের সপক্ষে সওয়াল করেছেন কিন্তু বৃহৎ শিল্পায়ন ও উপযোগবাদী মনোভাবের ব্যাপক প্রসার যে ক্রমশ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে খেদ প্রকাশ করেন তিনি। 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর বয়ানে, 'গুপ্তধন' গল্পের মৃত্যুঞ্জয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে তথাকথিত সুখের সর্বাধিকীকরণের প্রয়াস যে মানুষের লক্ষ্য হতে পারে না তা দেখিয়েছেন তিনি। 'শিক্ষার মিলন', 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধে সুখের পরিমাণগত বৃদ্ধির সর্বনাশা যে নেশা আধুনিক সভ্যতাকে গ্রাস করছে, তার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন তিনি।

নৈতিক মতবাদ হিসাবে উপযোগবাদ যে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় সে কথা বার বার ব্যক্ত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর মতে প্রয়োজনের মানদণ্ডে কোনও সর্বকালীন নৈতিক মানদণ্ড গড়ে উঠতে পারে না। সমাজভেদে, কালভেদে প্রয়োজনবোধ বদলে বদলে যায়। তাছাড়া যদি সুখই নৈতিক জীবনের আদর্শ হয় তাহলে নিজেকে বঞ্চিত করে

পরকল্যাণে মানুষ প্রবৃত্ত হবে কেন? কোনও আদর্শ বা 'অতি চেতনের' অনুভূতি ছাড়া আত্মত্যাগের পথে মানুষ চালিত হতে পারে না। সহজ কথায় শুধুমাত্র বৌদ্ধিক বিবেচনা নৈতিক বাধ্যতার উৎস হতে পারে না।

স্বার্থের গণ্ডিকে অতিক্রম করে কেনো মানুষ পরার্থে প্রবৃত্ত হবে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'কর্ম্মকথা', 'যজ্ঞকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধে উপযোগবাদ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ ব্যক্ত করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। সমাজ রক্ষা না হলে আপন স্বার্থ রক্ষা হয় না- এই যুক্তিতে পরকল্যাণে ব্রতী হওয়াকে তিনি নৈতিক বিবেচনা বলে সমর্থন করেননি। সহজ কথায় স্বার্থের বিবেচনা থেকে কৃত যে কর্ম তাকে নীতিকর্ম বলে তিনি গণ্য করেননি। তাই উপযোগ রক্ষার স্বার্থে, তার সর্বাধিকীকরণের স্বার্থে পাশ্চাত্ত্য হিতবাদীদের যে যুক্তি তা অধ্যাপক ত্রিবেদীর অনুমোদন পায়নি।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী সর্বোদয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। এই সর্বোদয় হল সর্বের উদয়। সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক কল্যাণের মধ্য দিয়ে সে আদর্শ পূর্ণ হতে পারে না, তাছাড়া তিনি অহিংসার পূজারি। অহিংসার একজন পূজারি কখনই উপযোগবাদী সূত্রকে গ্রহণ করতে পারে না। অর্থাৎ কিনা সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণের আদর্শ কোনো অহিংসার পূজারির আদর্শ হতে পারে না। তার আদর্শ হল সর্বজনের হিত সাধনের আদর্শ, যে আদর্শ রক্ষার স্বার্থে তিনি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারেন। নিজের জীবন বাজি রেখেও তিনি অন্যের সেবায় সদা ব্রতী থাকেন।

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে উপযোগবাদ আসলে গণিতের মানদণ্ডে নৈতিকতাকে নির্ধারণের এক ব্যবস্থা। তিনি একে বলেছেন, 'a system of morality by

arithmetic'। উপযোগবাদীরা যে 'সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ'-এর আদর্শকে অনুসরণের করেছেন, তা শ্রীঅরবিন্দের কাছে যতখানি গাণিতিক বলে মনে হয়েছে, ততখানি নৈতিক বলে মনে হয়নি। কী পরিমাণে সুখ বা দুঃখ আসবে এবং তার দ্বারা কত লোক ভিন্ন ভিন্ন ফল পাবে— এর গাণিতিক হিসাব করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব বলে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন না।

পঞ্চম অধ্যায় : ভারতীয় ঐতিহ্য ও নৈতিক বাধ্যতার ধ্রুপদী ব্যাখ্যা

নৈতিক বাধ্যতার স্বার্থক ব্যাখ্যা যদি পাশ্চাত্ত্য উপযোগবাদ দিতে না পারে, বা সেই ব্যাখ্যা যদি সমকালীন ভারতীয় চিন্তকদের মনঃপূত নাহয়, তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়, পরহিতে কর্ম করার যে প্রবণতা সামাজিক মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তার বিকল্প ব্যাখ্যা কী হবে? বিশেষত সর্বাধিকের পরিবর্তে সর্বহিতে কর্ম করার যে আদর্শের কথা তারা বলেন, কর্তার দিক থেকে সেই আদর্শ অনুসরণের প্রণোদন ঠিক কী হবে? নৈতিক বাধ্যতার এই বিকল্প ব্যাখ্যা পেশ না করে, জনপ্রিয় ও বাস্তবোচিত উপযোগবাদীতত্ত্বের অপকর্ষতা দাবি করা সমীচীন বলে মনে হয় না। এই উদ্দেশ্যেই নৈতিক বাধ্যতা বা সর্বহিতে কর্ম করার প্রণোদনের সপক্ষে ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন যেসব যুক্তি পেশ করে, সেগুলি বিচার করে দেখার চেষ্টা হয়েছে এই গবেষণা কর্মের পঞ্চম অধ্যায়ে।

উপসংহার :

এই গবেষণার অন্তিম অধ্যায় হল উপসংহার। এই অংশে মূলত উপযোগবাদ প্রসঙ্গে সমকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে। উপযোগবাদ শুধু যে দার্শনিক মতবাদ হিসাবেই জোরালো তাই নয়, জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, এমনকি

রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রেও এটি বিশেষ উপযোগী। ব্যক্তি থেকে সমাজ, সকলকে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াসই একে জনপ্রিয় করে তুলেছে। নিজেকে বঞ্চিত না করেও যে অন্যদের হিতসাধন করা যায়, সে পথের সন্ধান দেওয়াতেই মতটির অভিনবত্ব। তাসত্ত্বেও সমকালীন ভারতীয় একদল চিন্তক যখন এই মতবাদ সম্বন্ধে তাদের অনাস্থা জ্ঞাপন করেন, তখন বিচার করে দেখা দরকার যে, তাদের ওই অনাস্থা পোষণের সারবত্তা কতখানি? শুধুমাত্র ভারতীয় পরম্পরার সঙ্গে বেমানান বলে একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল করে দেওয়া যায় না। যেসব আপত্তি তারা মিল বেন্থামীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে উত্থাপন করেন, ইউটিলিটিতত্ত্বের দিক থেকে সেগুলির কোনো সদুত্তর দেওয়া যায় কি? বিশেষত ইউরোপ, আমেরিকা থেকে গোটা পৃথিবী ক্রমশ যে ভাবধারা গ্রহণ করছে, যাপিত জীবন যাকে বেশি বেশি করে সমর্থন করছে, নৈতিকতত্ত্ব হিসাবে তাকে ব্যর্থ বলা কতখানি সংগত? অন্যদিকে একথাও ঠিক যে, পরিবর্তন মাত্রই অগ্রগতি নয়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ থেকে গান্ধীজীর মতো বিশ্বকল্যাণে উদ্‌বুদ্ধ মহাত্মারা যখন একটি তত্ত্বকে নৈতিকতার ছাড়পত্র দিতে গড়রাজি হন, তখন ওই তত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের আশঙ্কা ও আপত্তির গুরুত্ব খতিয়ে দেখতেই হয়। এই বিচার বিবেচনাই গুরুত্ব পেয়েছে গবেষণা নিবন্ধের উপসংহারে।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ:

গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রদর্শন,* কলিকাতা, সাধনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, *বাঙ্গালির রাষ্ট্রচিন্তা (রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ)*, কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৬৮।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ, *গান্ধী-রচনাসম্ভার (চতুর্থ খণ্ড)*, শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত (অনু.), কলকাতা, গান্ধী বিচার পর্ষদ, ১৯৬০।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ, *গান্ধী-রচনাসম্ভার (তৃতীয় খণ্ড)*, শান্তিকুমার মিত্র (সম্পা.), কলকাতা, গান্ধী বিচার পর্ষদ, ১৯৬০।

গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ, *গান্ধী-রচনাসম্ভার (পঞ্চম খণ্ড)*, সত্যেন্দ্রনাথ মাইতি (সম্পা.), কলকাতা, অমর সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৭০।

গুহ, ডঃ ফুলরেণু, *বাঙ্গালির সমাজচিন্তা (রাজা রামমোহন রায় থেকে স্বামী বিবেকানন্দ)*, কলিকাতা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩।

গুহ, শ্রী বিভুরঞ্জন, *নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, কলকাতা, নলেজ হোম, ১৯৬৩।

ঘোষ, জগদীশ, *শ্রীগীতা,* কলিকাতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৯৫৮।

ঘোষ, শ্রীঅনিলচন্দ্র, *বাংলার ঋষি*, কলিকাতা, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, অপালা, *নৈতিকতার অধিবিদ্যার মূলসূত্রের আলোচনা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৬।

চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, *সায়ণ মাধাবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড),* কলিকাতা, সাহিত্যশ্রী, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

চক্রবর্তী, সোমনাথ, *নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৬।

চক্রবর্ত্তী, শ্রীশরচ্চন্দ্র, *স্বামি শিষ্য সংবাদ (পূর্ব্ব কাণ্ড),* কলিকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, একাদশ সংস্করণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *কমলাকান্তের দপ্তর (ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত),* শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী (সম্পা.), কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ধর্ম্মতত্ত্ব,* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৮৮৮।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বিষবৃক্ষ,* কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৬৫।

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *সীতারাম,* শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ, *মহাত্মা গান্ধীর নির্বাচিত রচনা (চতুর্থ খণ্ড),* আমেদাবাদ, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ২০০০।

চ্যাটার্জী, অমিতা, *ভারতীয় ধর্মনীতি,* কলকাতা, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৬৫।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *কাহিনী,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৭৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দি রিলিজিয়ন অফ ম্যান, শংকর সেনগুপ্ত (অনুঃ), কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *প্রভাত সংগীত*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৮৮৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মানুষের ধর্ম*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রক্তকরবী*, কলকাতা, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (একাদশ খণ্ড)*, কলিকাতা, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (দশম খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯১১ শকাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড)*, কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *সাধনা*, সুলীন রায় (অনু.), কলকাতা, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তদশ খণ্ড), কলিকাতা, বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *কর্ম্মকথা*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *রামেন্দ্র-রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর, *রামেন্দ্র-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *বিবিধ-কাব্য*, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পা.), কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

দত্ত, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ, *দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র*, কলিকাতা, শ্রীভারতী প্রেস, ১৩৪৭ সন।

দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, *মনুর বর্ণাশ্রম ধর্ম*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭০।

নন্দী, সুধীর কুমার, *নীতিবিদ্যা*, কলকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৬২।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, *মনুসংহিতা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেশকুমার, *গান্ধী পরিক্রমা*, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণ্ময়, *উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ২০১৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহিরণ্ময়, *উপনিষদের দর্শন*, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়. *রবীন্দ্র-দর্শন*, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

বেদব্যাস, *মহাভারত (শান্তি পর্ব)*, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় (প্রকাশক), কলিকাতা, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, কালিদাস, *ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত*, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ।

ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, *চার্বাক চর্চা*, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯।

মনু, *বৃহৎ মনুসংহিতা (মেধাতিথির ভাষ্য ও কুল্লূকভট্টের টীকা)*, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), কলিকাতা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ, *ভগবান শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা (চতুর্থ সংস্করণ)*, কলিকাতা, বসুমতী প্রেস, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

রায়, কৃষ্ণা, *রবীন্দ্র মননের কয়েকটি ধারা*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব ক্যালচার, ২০১২।

শ্রীঅরবিন্দ, *উপনিষদাবলী*, শ্রী শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়(অনু.), কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ১৯৫৭।

শ্রীঅরবিন্দ, *ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি*, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু (অনু.), কলকাতা, শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি, ১৯৫৯।

সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার*, স্বামী অমৃতত্বানন্দ (অনু.), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০২২।

সরকার, প্রহ্লাদ কুমার, *তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, কলকাতা, দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, ২০১৩।

সাংকৃত্যায়ন, রাহুল, *মহামানব বুদ্ধ*, অভিজিৎ ভট্টাচার্য (অনু.), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন, ২০১৩।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী(তৃতীয় ভাগ)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী(দ্বিতীয় ভাগ)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

স্বামী গম্ভীরানন্দ, *উপনিষৎ গ্রন্থাবলী(প্রথম ভাগ)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

স্বামী জগদানন্দ, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১০।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (তৃতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (দশম খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা* (ষষ্ঠ খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড)*, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের, বাণী ও রচনা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, *উপনিষদ (প্রথম ভাগ)*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ:

Aristotle, *The Nicomachean Ethics (*5th ed.*)*, F.N. Peters (Trans), London, Kegan Paul Trenoh Trubner & Co. Ltd., 1893.

Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. Wilfrid Harrison (Ed.), Oxford, Basil Blackwell, 1960.

Bhattacharyya, P.N, *A Text Book of Psychology (Part-I)*, Calcutta, A. Mukherjee & Co. Pvt. Ltd., 1986.

Copleston, F, *A History of Philosophy (Vol-I)*, New York, Image Books, 1993.

Frankena, William K, *Ethics*, Noida, Pearson India Education Service Pvt. Ltd. 2015.

Gandhi, M.K., *Sarvodaya*, Bharatan Kumarappa (ed.), Ahmedabad, Navajivan Piblishing House, 1954.

Guilford, J.P, *General Psychology (2nd ed.)*, New York, D. Van Nostrand Company, 1952

Hick, John H, *Philosophy of Religion*, United States of America, Prentice Hall Inc., 1990.

Kant, Immanuel, *Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals,* Translated by Thomas K. Abbott, New York: The Bobbs Merrill Company Inc. 1949.

Lillie, William, *An Introduction to Ethics*, New Delhi, Allied Publishers Private Ltd., 1967.

Mackenzie, John S, *A Manual of Ethics*, New York City, Hinds & Noble Publishers, 1901.

Mackenzie, John S, *Hindu Ethics (A Historical and Critical Essay)*,London, Oxford University Press, 1922.

Mill, Jhon Stuart, *Utilitarianism*, Roger Crisp (ed), New York, Oxford University Press., 2011.

Mitra, Susil Kumar, The Ethics of the Hindus, Calcutta, University of Calcutta, 1963.

Plato, *The Republic of Plato*, Tichenor, H. M. (ed.), Girard, Haldeman Julius Company, 1922.

Ranganathan, Shyam, *Ethics and the History of Indian Philosophy*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., 2007.

Sharma, I. C., *Ethical Philosophy of India*, London, George Allen & Unwin Ltd., 1965.

Sidgwick, Henry, *The Methods of Ethics (7th Ed.)*, London, Macmillian & Co Ltd., 1963

Sinha, Jadunath, *The Foundation of Hinduism*, Varanasi, Pilgrims Publishing, 2007.

Sri Aurobindo, *Isha Upanishad*, The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-17), Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram Trust, 2003.

Sri Aurobindo, *The Human Cycle*. The Complete Works of Sri Aurobindo (Vol-25), Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram, 1997.

Stace, W. T., *A Critical History of Greek Philosophy*, London, Macmillan and Co. Ltd., 1920

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-I), Kolkata, Advaita Ashrama, 2010.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-II), Kolkata, Advaita Ashrama, 2011.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-III), Kolkata, Advaita Ashrama, 2011.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-IV), Kolkata, Advaita Ashrama, 2009.

Swami Vivekananda, *The Complete Works* (Vol-VI), Kolkata, Advaita Ashrama, 2011.

Tagore, Rabindranath, *Religion of Man*. London, George Allen & Unwin Ltd., 1922.

Tagore, Rabindranath, *Sādhanā -The Realisation of Life*. New York, Macmillan Company, 1915.

Thilly, Frank, *Introduction to Ethics*, New York, Charles Scribner's Sons, 1912.

Tiwari, Kedar Nath, *Classical Indian Ethical Thought*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd.,1998.

Varma, Vishwanath Prasad, *The Political Philosophy of Sri Aurobind*o. Delhi: Motilal Banarsidass, 1960.

Yajnavalkya, *Yajnavalkya Samhita (vyavaharadhyaya)*, Kumudranjan Ray (ed.), Kolkata, Sanskrit Pustak Bhandar, 1946.

Countersigned by the

Supervisor: Dipayan Pattanayak

(Prof. Dipayan Pattanayak)

Date: 24.01.24

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate: Aniruddha Chakraborty

(Aniruddha Chakraborty)

Date: 24/01/2024